আ. লীগের আমলে ভুয়া ঠিকানায় চাকরি নেন ১১৭৩ পুলিশ কনস্টেবল



ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জেলা কোটা ব্যবহার করে ভুয়া ঠিকানায় পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ১ হাজার ১৭৩ জনের বিরুদ্ধে। পুলিশের তদন্তে শনাক্ত এসব সদস্যের মধ্যে ৯৮০ জনই ঢাকা জেলার কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশের নিয়োগ ২০১৪ ও ২০১৫ সালে।

গণঅভ্যুত্থানের আগের দশ বছরে সারা দেশে ৭৬ হাজার ৪৪৮ জন কনস্টেবল নিয়োগ পান। এসব নিয়োগের তথ্য পর্যালোচনা করে জেলা কোটা জালিয়াতির অভিযোগ শনাক্ত করেছে পুলিশের তদন্ত কমিটি। তালিকায় ঢাকার পর রয়েছে নারায়ণগঞ্জ, যেখানে এমন ৯৩টি ঘটনা পাওয়া গেছে।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শনাক্ত ১ হাজার ১৭৩ জন এখনো চাকরিতে রয়েছেন। ঢাকায় নিয়োগ পাওয়া ৯৮০ জনের মধ্যে ৬৪৩ জন ২০১৫ সালে এবং ৩০৩ জন ২০১৪ সালে চাকরি পান। ওই দুই বছরে ঢাকার পুলিশ সুপার ছিলেন মো. হাবিবুর রহমান। সন্দেহজনক ৯৮০ নিয়োগের মধ্যে ৯৪৬টি হয়েছিল এই সময়ে।

গত ১৫ মার্চ পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরের নির্দেশে ৬৪ জেলায় পুলিশ সুপারদের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। জেলা থেকে পাঠানো প্রতিবেদন এখন পুলিশ সদর দপ্তরে যাচাই হচ্ছে। নিরপরাধ কারও নাম যেন তালিকায় না আসে, সে জন্য তথ্য পুনরায় পরীক্ষা করা হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিতে কেউ কেউ ছোট জমি কিনেছেন, আবার কেউ ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করেছেন।

তদন্তে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অযোগ্য হয়েও শতাধিক ব্যক্তির চাকরি পাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। লিখিত পরীক্ষায় খারাপ ফল করেও প্রায় ২০০ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অস্বাভাবিক বেশি নম্বর পেয়েছেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। তবে কোনো প্রার্থীর আত্মীয় আওয়ামী লীগের নেতা হলেই তিনি প্রভাব খাটিয়ে চাকরি পেয়েছেন, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি তদন্ত কমিটি।

ঢাকার সাবেক পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমানের সময়ের নিয়োগগুলোও তদন্তে এসেছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের দুটি মামলায় সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ঘুষ, দুর্নীতি, নিয়োগে অনিয়ম ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দুদকের তদন্তও চলছে। তিনি বর্তমানে পলাতক।

নারায়ণগঞ্জে ২০১৯ সালে কনস্টেবল নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে ১৮ জনের নিয়োগ শনাক্ত করেছিল পুলিশ। তাঁদের জমির দলিলে একই নিবন্ধন নম্বর, মৌজা, দাগ ও খতিয়ানের তথ্য পাওয়া যায়। পরে অভ্যন্তরীণ তদন্তের ভিত্তিতে ওই ১৮ জনকে বরখাস্ত করা হয়। ওই সময় জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন মুহাম্মদ হারুন অর রশীদ। তিনিও বর্তমানে পলাতক। গত ৩১ অক্টোবর দায়িত্বে অনুপস্থিতি ও সরকারি আদেশ অমান্যের অভিযোগে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধেও মানবতাবিরোধী অপরাধ ও দুদকের মামলা রয়েছে।

গত ২৭ আগস্ট জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ পুলিশ নিয়োগে জেলা কোটা জালিয়াতির অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও কিশোরগঞ্জের নাম উল্লেখ করে জানান, এসব জেলায় কোটার সুবিধা নিতে কেউ কেউ ছোট জমি কিনে স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন। এ ধরনের চার থেকে পাঁচটি জেলা চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তদন্ত কমিটিগুলোকে ভুয়া ঠিকানা, জমি কেনা, রাজনৈতিক প্রভাব, পরীক্ষার নম্বরে অসংগতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নিয়োগে নানা অনিয়ম খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছিল। এসব অনিয়মে জড়িত প্রার্থী ছাড়াও নিয়োগের তথ্য যাচাই, সুপারিশ ও অনুমোদনের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সদর দপ্তরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা।

সাবেক আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, জমি কিনে অন্য জেলার বাসিন্দা হওয়ার সুযোগ থাকায় জেলা কোটা জালিয়াতির ঝুঁকি এখনো রয়েছে। নিয়োগে অনিয়ম কমাতে আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে লিখিত পরীক্ষার নম্বর ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০ থেকে কমিয়ে ১৫ করা হয়। পাশাপাশি প্রশ্নপত্র তৈরি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব পুলিশ সদর দপ্তরের হাতে নেওয়া হয়। আগে জেলা পুলিশের ইউনিটগুলো এসব কাজ করত।